শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য এম. এ.

মূল্য ৷৵৹ আনা

সিংহের রাজসভায় নিমন্ত্রণ হ'ল সকলের। সকল পশু সকল পাখীই এল। —১৩ পৃষ্ঠা

সে এক গহন বন।

সে বনের বাসিন্দা—পশু আর পাখী। পশুরা থাকে গাছের তলায়, ঝোপ-ঝাপের আড়ালে আবডালে। পাখীরা থাকে ডাল-পালার ফাঁকে ফাঁকে। পশুরা খোঁড়ে বড় বড় গর্ত। পাখীরা বাঁধে ছোট ছোট বাসা। তাতেই তারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে।

এক জাত থাকে উপরে, আর এক জাত নীচে। তবু তাদের মধ্যে ভারি মিল। সিংহ হচ্ছেন পশুদের রাজা। কিন্তু পাখীরাও তাকে অমান্য করে না। সিংহও পাখীদের বিপদে আপদে সাহায্য করে, তাদের সুখ-দুঃখের খবর নেয়।

পাখীদের রাজা মউপাখী। মউপাখীর সঙ্গেও পশুদের খুব ভাব। মউপাখী পশুদের আলাদা জাত ব'লে ভাবে না।

এমনি ক'রে পশুদের সঙ্গে পাখীরা থাকে মনের আনন্দে। না আছে কোন ঝগড়া-বিবাদ, না আছে কোন রকমের রেষারেষি। যদি কোন দিন এপক্ষের কারও সঙ্গে ওপক্ষের কারও একটু-আধটু মন-কষাকষি হয় তো তাও বেশিক্ষণ টিকতে পায় না। হয় এপক্ষের নয় ওপক্ষের রাজা দু'জনকেই ডেকে তাদের মধ্যে ভাব করিয়ে দেন। সত্যি কথা বলতে কি, সে-দেশে রাগ বড়

একটা কেউ দেখতে পায় না। রাগ হ'লেও তো থাকার উপায় নেই। এমনি গুণ ঐ দুই রাজার।

এক রাজার সঙ্গে আর এক রাজার খুব ভাব। সিংহ যখন হরিণ মারে তার একটু মাংস আগে পাঠিয়ে দেয় মউপাখীকে। আবার মউপাখী মৌচাক ভাঙলেই খানিকটা মৌ সিংহের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। পশুদের রাজা কেশর নাড়তে নাড়তে বলে—

"বনের মাঝে রাজ্য করি বনের মাঝেই থাকি।
এক রাজত্বে আধেক পশু বাকী আধেক পাখী॥"

মউপাখী শিস্ দিতে দিতে গান করে—

"গুহায় থাকেন এক রাজা ভাই
গাছে থাকেন আর।
মোদের রাজ্য চমৎকার॥"

এম্‌নি ধারা হেসে গেয়ে তাদের দিন যায়।

কিন্তু তাদের এত বন্ধুত্ব দেখে একজনের ভাল লাগল না। সে হচ্ছে বাদুড়। জগতে এমন অনেক লোকই আছে যারা পরের সুখ দেখতে পারে না। পশু আর পাখীর মধ্যে ভাব দেখে বাদুড়ের চোখ টাটায়। সে মনে মনে ঠিক [illegible] লে—এদের মধ্যে যেমন ক'রেই হোক ঝগড়া বাধাবে।

বাদুড়ের একটা মতলবও ছিল। সিংহ আর মউপাখীর মধ্যে যদি ঝগড়া বাধে তা হ'লে দুই দলে একদিন যুদ্ধ বাধবে। পাখী

জিতলেও তার লাভ। সে বলবে—"ভাই, আমি তো তোমাদেরই দলে। এই দেখ-না আমারও পাখা আছে। আমিও উড়ি তোমাদেরই মত।"

আবার যদি পশু জিতে তা হ'লে পশুর দলেই সে ভিড়ে পড়বে; বলবে—"ছি ছি, পাখীও আবার একটা প্রাণী! ওরা ডিম পাড়ে, মায়ের দুধ খায় না। আমি ওদের কেউ নই, আমি তোমাদেরই।"

এখন ওর ভারি মুশ্‌কিল। দুই দলে খুব ভাব থাকাতে বাদুড় কোন দলেই আমল পাচ্ছে না। তাই ওর ইচ্ছা একটা ঝগড়া বাধায়। পশু-পক্ষীর দুই রাজাই যদি মরে তাতেও ওর আপত্তি নেই। ও বরং সেইটাই চায় সবচেয়ে বেশি। তা হ'লে ও-ই রাজা হ'য়ে বসবে দুই দলের। এখন কোন রকমে একবার ঝগড়াটা লাগাতে পারলে হয়। কিন্তু সেটাও সহজ কাজ নয়।

বাদুড় হাল ছাড়ে না। সে শুধু সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। খুঁজতে খুঁজতে সুযোগ মিলেও গেল।

একদিন সন্ধ্যেবেলা হয়েছে কি—বাদুড় গাছের ডালে পা লাগিয়ে ঝুলছে, দেখতে পেল নীচে দিয়ে চলেছে বাঘ। তার কাঁধে এক পুঁটলি মাংস। বাদুড় বুঝলে বাঘ মাংস নিয়ে চলেছে মউপাখীর কাছে—সিংহ [illegible] পাঠিয়েছে।

চট্‌ ক'রে তার [illegible] এক বুদ্ধি এল। সে করলে কি—না—উড়ে গেল যে দিকে মউপাখীর বাসা সেই দিকে। গিয়ে দেখলে মউপাখী তার বাসায় এখনও ফেরে নি।

বাঘ মাংস নিয়ে চলেছে মউপাখাব কাছে

যে গাছে মউপাখীর বাসা সেই গাছের এক ডালে পাতার আড়ালে বাদুড় ঝুলে রইল চুপটি ক'রে।

দেখতে দেখতে বাঘ এসে পৌঁছল সেই গাছের তলায়। এসে ডাক দিল,—

"পাখীর রাজা, পাখীর রাজা,
বাড়িতে আছ কি ?
পশুর রাজা ভেট দিয়েছে
বয়ে এনেছি।"

মউপাখী তো ঘরে ছিল না। জবাব দিলে বাদুড়—গলার সুরটা একটু বদলে; বললে,—

"যে ভেট পাঠিয়েছে তারই কাছে ফিরে নিয়ে যাও। বাড়ির ঝি-চাকর সব খেয়ে ঘুমিয়েছে। খাবার লোক কেউ নেই।"

বাঘ ডাক দিল,—"পাখীর রাজা, পাখীর রাজা"

বাঘ তো শুনে অবাক্। মউপাখী কিনা বললে এই কথা। সে ভাবলে এ কখনও হ'তে পারে না। তারই শুনতে ভুল হয়েছে। তাই আবার বললে,—

"রাজা মশাই, রাজা মশাই, আপনার শরীর কি ভাল নেই? আমাদের রাজা বলছিলেন খোঁজ নিতে। আপনার সঙ্গে তাঁর অনেক দিন দেখা হয় নি কিনা!"

বাদুড় বললে—"ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। অত সোহাগে আর দরকার নেই। আমার শরীর ভাল থাক আর মন্দ থাক আমার আছে। তার এত খবরের দরকার কি? বনের পশুর আস্পর্ধা দেখে বাঁচি না। পাখীর সঙ্গে আসে বন্ধুত্ব করতে! ব'লে দিও তোমাদের রাজাকে, কোন দিন যেন এমুখো না হয়। তা হ'লে কিন্তু তার কপালে বিপদ আছে।"

বাঘ ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে মাংসের পুঁটলিটি নিয়ে সুড় সুড় ক'রে ফিরে গেল সিংহের কাছে। বাদুড়ও মউপাখীর গাছ ছেড়ে উড়ে গেল নিজের গাছে।

কিছুক্ষণ পরে মউপাখী ফিরে এল বাসায়। সে কোন খবরই পেল না।

মউপাখীর মনটা খারাপ। বন্ধুর সঙ্গে ক'দিন দেখা হয় নি। সে একদিন দুপুরবেলা বাজপাখীকে পাঠালে সিংহের বাসায় তার খোঁজ নেওয়ার জন্যে, আর অমনি তার সঙ্গে দিল টাটকা-ভাঙা এক চাক মৌ।

বাদুড়ের চর চামচিকা চুপি চুপি এসে বাদুড়কে খবরটা দিয়ে গেল। বাদুড় খবর পেয়েই রওনা হ'ল। বাজপাখীর আসার আগেই

সে এসে সিংহের গর্তে উঁকি মেরে দেখল—সিংহ আছে ঘুমিয়ে
দুপুরবেলা গাছের উপর থেকে কথা বললে দেখতে পাওয়া যাবে

বাজপাখী মৌ নিয়ে যাচ্ছে সিংহের বাসায়

তাই সে করলে কি—না—যে গর্তে সিংহ ঘুমিয়ে আছে তারই মুখে কতকগুলো শুকনো পাতা জমা করলে। আর সেই পাতাগুলোর আড়ালে চুপটি ক'রে পাখা গুটিয়ে ব'সে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই বাজপাখী এসে উপস্থিত হ'ল। গর্তের সামনে মৌচাকটি নামিয়ে সে ডাক দিল সিংহকে; বললে,—
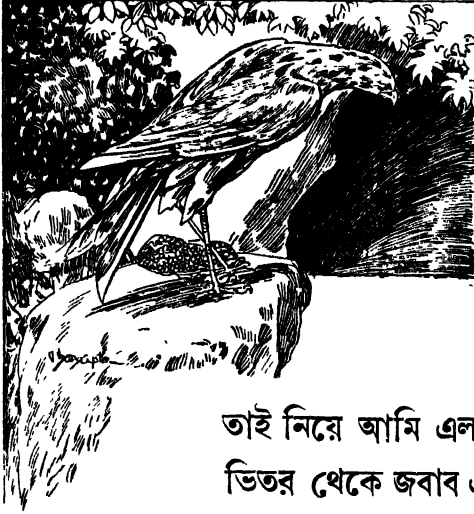
"পশুরাজ, পশুরাজ,
বাড়িতে আছ কি?"

ভিতর থেকে উত্তর এল,—"দুপুরবেলা কে ডাকে?"

বাজপাখী জবাব দিল,—

"পদ্মফুলের মউচাকী
ভেট দিয়েছেন মউপাখী—
তাই নিয়ে আমি এলাম বাজ।"

ভিতর থেকে জবাব এল—"মউপাখী? সে আবার কে? তাকে তো চিনি না!"

বাজপাখী অবাক্ হ'য়ে গেল। সে কতবার এসেছে সিংহের কাছে। কখনও তো এমন কথা শোনে নি। তবে কি তারই শোনার ভুল? সে আবার বললে,—"মহারাজ! পাখীর রাজা মউপাখী—আপনার বন্ধু। তিনিই পাঠিয়েছেন।"

ভিতর থেকে কড়া গলায় উত্তর এল,—"যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমি পশুরাজ সিংহ, সমস্ত বনের রাজা। ক্ষুদে পাখী একটা সে কিনা বলে আমার বন্ধু! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজাটা।"

বাজ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে আর সেখানে এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে মৌচাকটি মুখে নিয়ে ফিরে গেল মউপাখীর কাছে। মউপাখী সব কথা শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

মউপাখী ভাবলে হয়তো কোন কারণে সিংহ তার উপর রাগ করেছে। তাই এমন কথা বললে।

বাঘের কথা শুনে সিংহও ঠিক ঐ কথাই ভাবলে।

তাই আবার সিংহ পাঠালে মাংস আর মউপাখী পাঠালে মধুর চাক। সিংহ ভাবলে—এতদিনে রাগ পড়েছে বন্ধুর। মউ ভাবলে—এবার সিংহ আর অমন কথা বলবে না। কিন্তু তারা ভাবে এক, বাদুড় করে আর। তারা কি করে না করে বাদুড় গোপনে গোপনে সর্বদাই তার খোঁজ নেয়। কাজেই তারপর থেকে যতবারই যার কাছে উপহার গেল ততবারই তার কাছ থেকে ফেরত এল।

মউপাখী ভাবলে—না এমন করলে চলবে না। ব্যাপার কি সেটা দেখতে হচ্ছে। এই ভেবে মউপাখী নিজেই একদিন গেল সিংহের কাছে। পশুরাজ তখন গর্ত থেকে বেরোচ্ছেন ঠিক এমন সময় মউ গিয়ে নমস্কার ক'রে বললে—

"মহারাজ! তুমি পশুদের রাজা সিংহ। তোমার ভয়ে বাঘ ভালুক কাঁপে। আর আমি তো কোন ছার সামান্য পাখী। তবে তুমি নিজে বন্ধু ব'লে বলেছ, তাই ভরসা ক'রে উপহার পাঠাই। তুমি যদি না নাও তো আর পাঠাব না। কিন্তু মহারাজ, আমার কি

পশুরাজ তখন গর্ত থেকে বেরোচ্ছেন···মউ গিয়ে নমস্কার ক'রে বললে—

অপরাধ হয়েছে সেটা জানতে পারি কি? আমি তিন তিন বার মৌচাক পাঠালাম। তুমি তিন বারই আমার লোককে গালাগাল দিয়ে আমার উপহার ফেরত দিলে। কেন কি দোষ করেছি আমি?" মউপাখী আর বলতে পারলে না, তার চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তার গলা দিয়ে আর কথা বেরোল না।

সিংহ অবাক্ হ'য়ে গেল। সে বললে,—"তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই। তোমার উপহার না নিয়ে তোমার লোককে গালাগাল দিয়েছি আমি? ককৃখনো না। বরং আমি তোমাকে তিন বার মাংস পাঠিয়েছি। তুমি তা রাগ ক'রে ফেরত দিয়েছ। কেন রাগ করেছ সেই খবর নিতে তোমার কাছে যাব ব'লে বেরোচ্ছি, আর তুমি এলে।"

মউপাখী একথা শুনে আশ্চর্য হ'ল। বন্ধুর উপহার সে কখনও ফেরত দিতে পারে? সিংহ তাকে কত ভালবাসে আর সে কিনা তাকে অপমান করবে! দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল! তারপর সিংহই বললে,—"থাক ভাই যা হবার হ'য়ে গেছে। হয়তো তোমার লোকও শুনতে ভুল করেছে, আমার লোকও শুনতে ভুল করেছে। আমাদের মনের মিল তো ঠিক আছে। তা হ'লেই হ'ল। কি বল?"

মউপাখী বললে,—"শুনে দাদা ধড়ে প্রাণ এল। ভেবেছিলাম তুমি হয়তো কত রাগ করেছ। অথচ কেন যে রাগ করলে কিছুই

বুঝতে পারলাম না। তাই তো আর না থাকতে পেরে ছুটে এসেছি।”

সেদিন দু’জনের অনেক গল্প সল্প হ’ল। তার পরে সন্ধ্যে হ’য়ে আসতে পাখী ফিরল বাসায়, সিংহ বেরোল শিকারের সন্ধানে। কিন্তু দু’জনের মনের মধ্যেই একটা কেমন যেন খটকা রয়ে গেল। এমনধারা গোলমালটা কেন হ’ল? শোনার ভুল? তাই বা কেমন ক’রে হবে? একবার নয়, দু’বার নয়, বার বার তিন বার।

একদিন সিংহের রাজসভায় নিমন্ত্রণ হ’ল সকলের। বনের সকল পশু সকল পাখীই এল। বাদুড়ও ফাঁক পড়ল না। সে এসে দেখল সভার মাঝে ব’সে আছে সিংহ আর মউপাখী। হাসিমুখে আবার তারা আগের মতই গল্প গুজব করছে। দেখে বাদুড়ের কাল মুখ আরও কাল হ’য়ে গেল। সে ভেবেছিল এদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হ’য়ে গেছে। তাই দু’জনকে কথা বলতে দেখে তার ভাল লাগল না। সে আবার ঝগড়া বাধাবার জন্যে মতলব আঁটতে লাগল।

এমন সময় গুলবাঘা একটা হরিণের ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে একবার চেঁচিয়ে উঠল। তার গলায় ঢুকেছিল একটা হাড়।

বাদুড় বললে,—“এত বড় হয়েছ, বাপু হাড় বেছে মাংস খেতে শেখ নি এখনও? তা গলায় তো লাগবেই।”

ওদিক থেকে পায়রা ‘উহু’ ক’রে উঠল। ধানের সঙ্গে ছিল পাথরকুচি। না দেখে ফেলেছে গিলে।

বাদুড় বললে,—"মর এখন। দেখে শুনে না খেলেই এমনি ভুগতে হবে। সাবধানের মার নেই। তোমরা তো সব সাবধান হ'তে শিখলে না। সাবধান হ'লে কখনও কেউ দুঃখ পায় না। এই যে পশুর রাজা আর পাখীর রাজা একবার দুঃখ পেলেন—দু'জনের মধ্যে

গুলবাঘা হরিণের ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে চেঁচিয়ে উঠল

রাগারাগি হ'ল—সে শুধু সাবধান হন নি ব'লেই তো। যা হ'ক ভগবানের ইচ্ছায় তাঁদের আবার ভাব হয়েছে। আমরা দেখে যে কত সুখী হয়েছি তা কি বলব?"

সিংহ ব'লে উঠল,—"বাদুড় ঠিক বলেছ।"

মউপাখী বললে,—"ও বরাবরই খাঁটি কথা বলে।"

সুবিধা পেয়ে বাদুড় বললে,—"কিন্তু তাও বলি, এখনও আপনাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। আপনাদের দু'জনের মনেই এখনও খটকা রয়েছে। এ খটকা যতদিন মনের মধ্যে পুষবেন ততদিন আপনাদের ভাবটা পাকা হবে না।"

সিংহ তাকালে মউপাখীর দিকে। মউপাখীও মুখ তুলে চাইল।

সিংহ বললে,—"বেশ তুমি যখন এত কথা জান তা হ'লে বল কে আমাদের শত্রু? কে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধানোর চেষ্টা করেছিল? যদি তাকে ধ'রে দিতে পার তোমাকে অনেক পুরস্কার দেব।"

মউপাখীও সিংহের কথায় সায় দিল।

বাদুড় বললে,—"আপনাদের আশীর্বাদে আমার যে দুটো বট পাকুড়ের গাছ আছে, তাতেই দিন চলে যায়। পুরস্কার আমার কি হবে? তবে আপনারা বন্ধুভাবে থাকলে আপনাদেরও ভাল, আমাদেরও ভাল। আমি যেমন ক'রেই হ'ক আপনাদের শত্রু ধ'রে দেব। কাল আপনারা দু'জনে সন্ধ্যের সময় আমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

সিংহ বললে,—"ভাল কথা।"

মউপাখী বললে,—"নিশ্চয় যাব।"

পরের দিন বেলা পড়তে না পড়তেই দু'জনে এসে উপস্থিত

দু' দিক থেকে। দেখে বাদুড় মনে মনে খুব হাসলে। মনে মনে বললে—দাঁড়াও তোমাদের বন্ধুত্বের গোড়া কাটছি।

সিংহ বললে,—"কই আমাদের শত্রু কোথা ?"

মউপাখী বললে,—"ধ'রে এনেছ তো বের কর না।"

বাদুড় বললে,—"ধরা কি এত সহজ কথা ? তবে লোকটা কে তা বলতে পারি, অনেক কষ্টে খবর পেয়েছি।"

তার মুখের কথা শেষ করতে না দিয়েই দু'জনে ব'লে উঠল,—"কে কে ? কে বল তো ?"

"আহা হা ! এত ব্যস্ত হ'লে কি চলে ?"—ব'লে বাদুড় ডাক দিল সিংহকে। বললে—"সিংহ মশাই, আপনি একটু এদিকে সরে আসুন, কানে কানে ব'লে দি।"

"সে কি কথা ? কানে কানে বলবে কেন ? যা বলবে জোরে বল না। আমরা দু'জনেই তো শুনব।"—সিংহ গর্জন ক'রে উঠল।

"কানাকানির কি আছে আবার এর মধ্যে ?"—মউপাখী ঝংকার দিয়ে বললে।

"গোপন কথা ছ'কান করতে নেই। আমার দু' কানে এসেছে—আর দু' কানে তুলতে পারি বড় জোর। তার মানেই আর একজন। কিন্তু তার উপরে আর নয়।"—বিজ্ঞের মত এই কথা ব'লে বাদুড় দোল খেতে লাগল আপন মনে।

সিংহ বললে,—"বেশ আমাকেই বল।"

মউ বললে,—"হাঁ হাঁ, ও তোমার শোনাও যা' আমার শোনাও তাই।"

তারপর বাদুড়ের দিকে চেয়ে মউ বললে,—"যা' বলার শিগ্‌গির বন্ধুকে ব'লে দাও—আমি বরং স'রে যাচ্ছি।"

বাদুড় তাড়াতাড়ি বললে,—"না না স'রে যেতে হবে কেন? যেখানে ব'সে আছ, ঐখানেই ব'সে থাক। নামটা সিংহকে আমি চুপি চুপি ব'লে দিচ্ছি এখুনি।"—ব'লে বাদুড় উপরের ডাল থেকে নেমে এসে একটা নীচের ডালে পা আটকে ঝুলতে লাগল। আর সিংহকে ডেকে বললে,—"সিংহ মশাই, সিংহ মশাই, তোমার কানটা আন আমার মুখের কাছে।"

সিংহ ঘাড় উঁচু ক'রে তার মুখের কাছে কান নিয়ে গেল। মউপাখী পাশের বাবলা গাছটার ডালে চুপটি ক'রে ব'সে রইল।

বাদুড় বললে,—"তা হ'লে বলি?"

"বল।"

"কাউকে বলবে না?"

"না।"

"তিন সত্যি কর।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বলব না! বলব না! বলব না! এই তিন সত্যি করলাম।"—সিংহ জবাব দিলে।

বাদুড় তখন খুব গম্ভীর ভাবে চারদিক একবার দেখে নিয়ে সিংহের কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে

বাদুড়···সিংহের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বললে

বললে,—"যা বললাম কাউকে ব'লো না, ব'লো না, ব'লো না।"

সিংহ এবার একটু চ'টে গিয়ে জবাব দিলে,—"এক কথা আর কতবার শুনব? এখন কাজের কথাটা তো বল।"

বাদুড় আবার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে,—"যা বলবার তা মউপাখীকে বলব। তারই কাছে শুনতে পাবে।" ব'লে ডাক দিলে মউপাখীকে; বললে,—"তোমাকেও একটা কথা ব'লে দি। তা নইলে তোমার মনে মিছেমিছি ভাবনা রয়ে যাবে। মনের মধ্যে ভাবনা থাকলে মুখে রোচে না খাবার, চোখে আসে না ঘুম! তা তুমি একটু এদিকে এস।"

এ কথা শুনে মউপাখীর আনন্দ আর ধরে না। সে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে এসে বসল ঠিক যে ডালে বাদুড় মুখ নীচু ক'রে ঝুলছিল তারই নীচের ডালে।

বাদুড় তাকেও তিন সত্যি করিয়ে নিলে। নিয়ে কানের কাছে মুখ রেখে এক কথাই একশ' বার ক'রে বলতে লাগল—"যা বললাম তা কাউকে ব'লো না, ব'লো না, ব'লো না।"

মউপাখী বিরক্ত হ'য়ে বললে,—"কিন্তু কাজের কথা তো কিছু বললে না।"

বাদুড় একটু হেসে আবার কানে কানে বললে—"শাস্ত্রে আছে এক কথা ছ'কান করতে নেই। যা বলার ওঁকে বলেছি। তুমি ওঁর কাছ থেকেই শুনে নিও।"

সিংহ ভাবলে—শত্রুর নাম বাদুড় মউপাখীকেই বলছে।

মউপাখী ভাবলে—সিংহ যখন সব কথা শুনেছে তখন আর চিন্তা কি? সে কি আর তার কাছে গোপন করবে?

তারা দু'জনে তখন বাদুড়ের বাসা ছেড়ে চলল। মউপাখী ভাবছে সিংহ আগে কথা বলবে, তাই সে রইল চুপ ক'রে। সিংহও ভাবছে মউপাখীই তো আসল কথা শুনেছে সেই আগে বলবে।

অনেকখানি পথ চলা হ'ল। কিন্তু কেউ কোন কথাই বললে না। মউপাখী তখন আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলে,—"বাদুড় তোমাকে কি বলেছে? আমাদের শত্রু কে?"

সিংহ আশ্চর্য হ'য়ে জবাব দিলে,—"বেশ কথা তো, সে তো তোমাকেই সব কথা বলেছে। আমায় তো বলে নি কিছু।"

মউপাখী একথা বিশ্বাস করল না। সে একটু গম্ভীর হ'য়ে বললে,—"দেখ বন্ধু, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না। কি বললে বাদুড় আগে বল।"

সিংহ একটু বিরক্ত হ'য়ে উত্তর করল,—"ঠাট্টা আমি করছি, না তুমি করছ? কথা শুনলে তুমি, আর জিজ্ঞেস করছ আমাকে—তার মানে তুমি যে কথা শুনেছ, আমায় তা বলতে চাও না। কেমন—এই তো?"

"আমি বলতে চাই না?"—মউপাখী কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে বললে।

"নিশ্চয়ই।"—সিংহ গম্ভীরভাবে জবাব দিলে।

নির্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল। বনের গাছপাতা কাঁপতে

লাগল। বাতাস বইতে লাগল সোঁ সোঁ ক'রে। ঝড় এল ব'লে। তাই সিংহ ফিরল গর্তে। মউপাখী ফিরল বাসায়। বাদুড় উড়তে উড়তে একবার দেখে নিলে। হ্যাঁ, তার মন্ত্রে কাজ করেছে।

* * * *

পাখীর রাজা মউপাখীকে প্রজারা খুব ভালবাসত। তার দুঃখে দুঃখ পেল সকলেই। তারা সবাই ঠিক করলে যেমন ক'রেই হোক বের করা চাই—এমন শত্রুতা করল কে? একবার তার দেখা পেলে হয়! সে যেই হোক না কেন তার আর উপায় নেই। এক দিকে পশু আর এক দিকে পাখী সবাই মিলে তাকে যমের বাড়ী পাঠাবে। কিন্তু শত্রুকে আর পাওয়া যায় না। চিল উড়ে আকাশে সব চেয়ে উঁচুতে, তাকে পাঠান হ'ল খোঁজ নিতে। সে এনে হাজির করলে—একটা চড়ুই, পাঁচটা বুলবুলি আর সাতটা ফিঙ্গেকে।

মন্ত্রী কাক বিচার সভায় ব'সে ডাক দিলেন চিলকে; কর্কশ গলা আরও কর্কশ ক'রে জিজ্ঞেস করলেন,—"আসামী যে দোষী তার প্রমাণ?"

চিল তিনবার কুর্নিশ ক'রে জবাব দিলে,—"ধর্মাবতার তিনটে চড়ুই এক বেল গাছের তলায় ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ক'রে উড়ছিল। তাদের গতিবিধিটা কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হ'ল। যেই ধরতে গেলাম অমনি দুটো পালাল। সেই দুটোকেও ধ'রে আনবার জন্যে পাঠিয়েছি হুতোমকে। সে অন্ধকারে গা আড়াল দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের

এইটে ছিল দলের মোড়ল। একে ধ'রে এনেছি

সন্ধান নিচ্ছে। ও খুব কাজের লোক—না ধ'রে ছাড়বে না। আর এইটে ছিল দলের মোড়ল—একে ধ'রে এনেছি।"

"আর বুলবুলি?"—মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

"হুজুর, বক যখন এক পা তুলে মাছের দিকে এক মনে চেয়ে, বিলে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছিলেন তখন এরা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গান জুড়ে দিয়েছিল। তাতে তাঁর তপস্যার ব্যাঘাত হয়েছে। যারা বকের মত মহাপুরুষের তপস্যা ভাঙতে পারে তারা সবই পারে, হুজুর।"

"আর ফিঙ্গে?"

"হুজুর, তাদের অপরাধ আরও গুরুতর।"

"কা"—কাক একটা বিকট রকমের আওয়াজ করলে। তার অর্থ,—"কি রকম?"

চিল বলতে লাগল,—"হুজুর, এরা লোক ভাল নয়।"

"কিসে বুঝলে?"—মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে, আমার মন বললে।"—চিল জবাব দিল।

মন্ত্রী বললেন,—"তবে আর কথা কি!"

এই ব'লে তিনি ডাক দিলেন কাঠ-ঠোকরাকে। হুকুম হ'ল,—"চড়ুইটার শাস্তি তিন ঠোক্কর। বুলবুলির দোষ আরও বেশি—তাদের প্রত্যেকের পাঁচ ঠোক্কর। আর ফিঙ্গের তো কথাই নেই, তাদের শাস্তি সাত সাত ঠোক্কর। আর দেখ, যেমন ক'রেই হোক এদের পেট থেকে কথা বের করা চাই।"

তাদের বন্দী ক'রে রাজসভা থেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল গারদে। সেখানে দোষীদের এক একজনকে ধ'রে ঠোক্কর দিতে লাগল কাঠ-ঠোকরা। চড়ুই, শালিক আর ফিঙ্গের সে কি কাতর চীৎকার!

তারা যতই বলে, "আমরা জানি না রাজার শত্রু কে" চিল ততই বলে,—"জানি না বললে চলবে না, বলতেই হবে। এই কাঠুয়া, থামলি যে?—লাগা ঠোক্কর।"

ঠোক্কর দিতে দিতে কাঠ-ঠোকরার ঠোঁট ভোঁতা

"এই কাঠুয়া, থামলি যে?—লাগা ঠোক্কর।"

হ'ল, তবু উত্তর পাওয়া গেল না। রাজা মউপাখীর কানে এসব কোনও খবর গেল না। রাজা রাজকার্য এখন দেখতে পারেন না। তাঁর মনে আর সুখ নেই।

মনের দুঃখ মনে নিয়ে মউপাখী ব'সে থাকে বাসায়। টুনটুনি থাকে তার পাশটিতে। টুনটুনি ভারি ভালবাসে তার রাজাকে। একদিন টুনটুনি বললে,—"মহারাজ! আমাদের শকুনি মামার তো শুনি খুব বুদ্ধি! তাঁকে একবার ডাকলে হয় না? তিনি হয়তো বলতে পারবেন এই বিপদের গোড়া কে।"
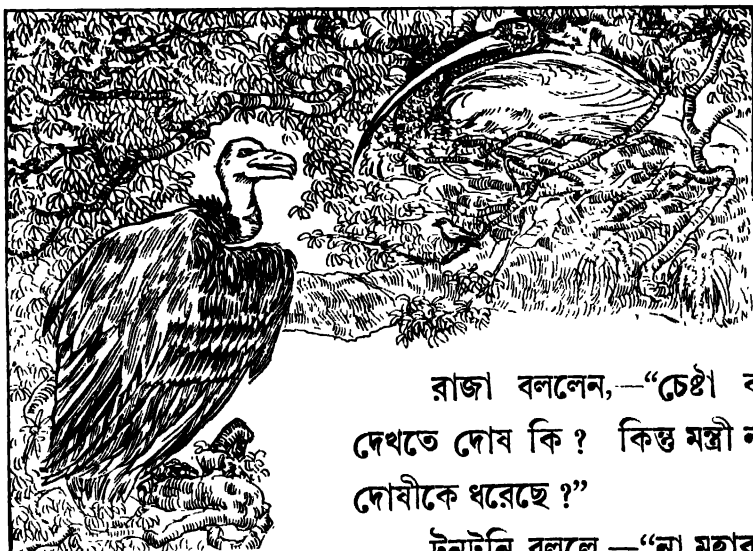
রাজা বললেন,—"চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি? কিন্তু মন্ত্রী নাকি দোষীকে ধরেছে?"

টুনটুনি বললে,—"না মহারাজ! তারা নির্দোষ। কোন খবর তাদের কাছে পাওয়া যায় নি। আমি বরং মামার কাছেই যাই।"

টুনটুনি শকুনিকে ডেকে আনলে রাজার কাছে। শকুনির মাথায় টাক। বুদ্ধির তাপেই নাকি তার মাথায় পালক গজাতে পায় না।

টুনটুনি বললে,—"মামা, তোমার তো শুনি খুব বুদ্ধি। তুমি একটু চেষ্টা করলে তো এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার।"

টেকো মাথা নাড়তে নাড়তে শকুনি বললে,—"বুদ্ধির কথাই যদি তুললে ভাগনে তো বলি। কেউ মরতে না মরতেই আমি বুঝতে পারি যে তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমি তাই আগে থেকে ভাগাড়ে গিয়ে বসি। এবারে কিন্তু ভাগনে, ভারি মজা! ভাগাড়ে আর যেতে হবে না। যেদিকে চাইব সেই দিকেই ভাগাড়। বেশি দিন নয়, দেখবে দিন কয়েকের মধ্যেই পশু-পাখীতে লাগবে যুদ্ধ। সমস্ত বন জুড়ে মরা পশু ও পাখীর হরির লুট প'ড়ে যাবে।"—বলতে বলতে শকুনির মুখে লালা গড়িয়ে পড়ল। সে একটা ঢোক গিললে।

এমন সময় পৎ পৎ ক'রে উড়তে উড়তে বাদুড় সেখানে এসে পোঁছল।

সবাই বললে,—"খবর কি ?"

বাদুড় তার দু'পা একটা ডালে আটকে দিয়ে মাথা নীচু ক'রে দু'বার দোল খেয়ে নিলে; তারপর ভূরু কুঁচকে, গলা কাঁপিয়ে বললে,—"খবর ভারি খারাপ।"

"কেন কি হয়েছে আবার ?"—টুনটুনি চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল।

"আমায় আর বলতে হবে না। একটু পরে নিজেরাই দেখতে

পাবে। পশুরা এই এল ব'লে। সিংহ বলেছে—এ বনে পাখীরা আর থাকতে পাবে না। তাদের মেরে ধ'রে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। পাখীদের ভারি তেজ হয়েছে। তাদের তেজ ভাঙতে হবে।— আমি তো ভাই খবরটা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি তোমাদের কাছে। হাজার হোক আপন জন তো! তা আমার কাজ আমি করলাম—তোমরা যা ভাল বোঝ কর। আমি এখন তবে উঠি।"— এই ব'লে বাদুড় আর একটুও অপেক্ষা না ক'রে চ'লে গেল।

শকুনি মামা এতক্ষণ সব শুনে টেকো মাথাটা একটু নেড়ে বললে,—"কি ভাগনে, যা বলেছি ঠিক কিনা ?"

টুনটুনির একথা ভাল লাগল না। সে বললে,—"না মামা, আমার কিন্তু বিশ্বেস হয় না। পশুরাজ সিংহ আসবেন আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। এ কক্‌খনো হ'তে পারে না। না, খোঁজ নিতে হচ্ছে ব্যাপারটা কি।"

টুনটুনি চলল সিংহের বাসায় কথাটা সত্যি কিনা জানার জন্যে। সে গিয়ে যখন পশুরাজের গর্তের কাছে পোঁছল, তখন ভিতর থেকে একটা ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা গেল। একটু কান পেতে শুনতেই সে বুঝতে পারল—এ গর্জন আর কারও নয়, সিংহেরই। সিংহ বলছে,—"কি খেয়ে এত বল হ'ল মউপাখীর যে আমাকে সে মারবে বলে ? পাখীর যদি সখ হ'য়ে থাকে আসুক। একবার বুঝেই যাক না কত ধানে কত চাল।"

“সে আমি খুবই জানি মহারাজ। পাখীও আবার প্রাণী! ওরা তো মাছির জাত। তবু কিনা মহারাজের নামে গালাগাল দেয়। এত বড় সাহস! জানি ওরা আপনার কিছুই করতে পারবে না। তবু ধরুন শত্রু তো। কখন গোপনে কি বলতে কি করবে। কথায় বলে, শত্রু আর আগুন—এদের বিশ্বেস নেই। কোথাও কিছু নেই অমনি ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে হঠাৎ ধু ধু ক’রে উঠল জ্বলে। তাই বলি খবরটা দিয়ে যাই। যতই হোক জাতভাই তো।”

টুনটুনি তখন চুপটি ক’রে ব’সে; নড়েও না, চড়েও না, শুধু চুপচাপ গর্তের দিকে তাকিয়ে ব’সেই থাকে। কিছুক্ষণ পরে টুনটুনি দেখল, বাদুড় বেরোল গর্তের মুখ থেকে। তখন ওর আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। ব্যাপারটা ওর কাছে জলের মত পরিষ্কার হ’য়ে গেল।

টুনটুনি তখন মনে মনে একটা যুক্তি ঠিক ক’রে বুকে বল বেঁধে সিংহের গর্তে ঢুকে পড়ল।

সিংহ তাকে দেখে ঠাট্টা ক’রে বললে,—“বলি টুনটুনিই আজ পক্ষিরাজের সেনাপতি নাকি? আর আর সৈন্য-সামন্ত কোথা? বাজ কই? শকুনি কই? তোমাদের মহারাজ কতদূরে? বলি আমাকে মারবার জন্যে মউপাখী কি একলা তোমাকেই পাঠিয়েছেন নাকি?

মউপাখীর কোন দোষ নেই, তবু সিংহ তার নামে এরকম ঠাট্টা করছে দেখে টুনটুনির ভারি রাগ হ’ল। সে জবাব দিলে,—“মহারাজ,

টুনটুনি দেখল, বাহুড় বেরোল গর্তের মুখ থেকে

কানপাতলা লোকের সর্বনাশ করতে হ'লে বেশি লোকের দরকার হয় না। আপনিই তার প্রমাণ।"

সিংহ একটু হতভম্ব হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে,—"তার মানে?"

"তার মানে বুঝলে কি আর বাদুড়ের কথায় বিশ্বাস ক'রে প্রাণের বন্ধুকে অবিশ্বাস করতেন?"

সিংহ টুনটুনির কথায় একটু চিন্তিত হ'ল; ভাবলে সত্যিই তো মউপাখী কখনও তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করে নি। অথচ পরের কথায় তার উপরে সে রাগ ক'রে ব'সে আছে। বাদুড় যা বলেছে সে কথা সত্যি কি মিথ্যে তা পর্যন্ত জানার কোন চেষ্টা করে নি। ছি ছি, এতদিন কি অন্যায় করেছে সে! বন্ধু তার কত দুঃখ পেয়েছে!

টুনটুনি দেখল সিংহ আপন মনে ভাবছে। সে বুঝল সিংহ বাদুড়ের কথা সত্যি মনে ক'রে যে মউপাখীকে অবিশ্বাস করেছিল তার জন্যে সে অনুতপ্ত। তখন সে বললে,—"মহারাজ! যা হবার তা হয়েছে। ভেবে আর কি করবেন? আবার পশুরাজের সঙ্গে পাখীর রাজার মিলন হোক। আপনারাও সুখী হ'ন। আমরাও সুখী হই।"

সিংহ বললে,—"টুনটুনি, আমারই দোষ। আমি পরের কথা শুনে তাকে অবিশ্বাস করেছি। তার সম্বন্ধে কটু কথা বলেছি। আমায় কি সে ক্ষমা করবে? টুনটুনি, তুমি এক্ষুনি যাও, যদি পার

তাকে ডেকে আন। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু আমার আজ এমুখ নিয়ে বাইরে বেরোতে লজ্জা করছে। লোকে বলবে—পশুর রাজার ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই যে একটা বাদুড়ের চাল বুঝতে পারে।”

টুনটুনি বললে,—“না মহারাজ! আপনাকে যেতে হবে না।
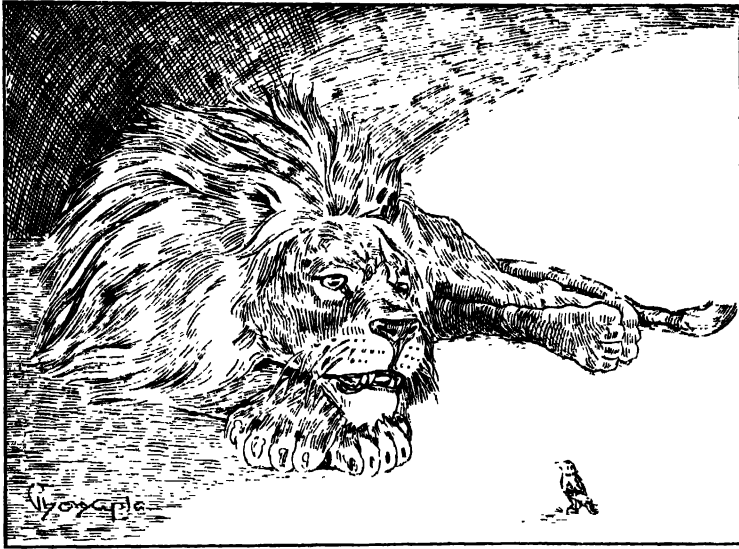
টুনটুনি বললে······“তিনি নিশ্চয়ই আসবেন আপনার এখানে।”

আমি আমাদের রাজাকেই নিয়ে আসছি আপনার কাছে। সব কথা শুনলে তাঁর মনে আর কোন দুঃখ থাকবে না। তিনি নিশ্চয়ই আসবেন আপনার এখানে।”—এই কথা ব’লে সিংহকে নমস্কার ক’রে

টুনটুনি ফিরে গেল মউপাখীর বাসায়। গিয়ে সব কথা জানাল মউপাখীকে।

পরের দিন সকাল না হতেই মউপাখী পদ্মমধুর একটি চাক মুখে নিয়ে চলল সিংহের বাড়ি।

টুনটুনি যে এত কাণ্ড ক'রে এসেছে সে খবর বাদুড় জানত না। তাই মউপাখী যখন মৌচাক নিয়ে তার বাসার সামনে দিয়ে উড়ে গেল, সে ঠিক বুঝতে পারল না যে মউপাখী যাচ্ছে কোথায়। তবু তার মনে ভয় হ'ল। সে তার পিছু নিলে। খানিকটা পথ তার পিছনে পিছনে গিয়েই বাদুড় বুঝলে যে সিংহের কাছেই মউপাখী যাচ্ছে। বুঝতে পেরেই সে করলে কি—না—অন্য পথ দিয়ে ঘুরে গিয়ে সিংহের যে গর্ত—তারই কাছে একটা গাছে ডালপালার আড়ালে চুপটি ক'রে ব'সে রইল।

মউপাখী এসে যেমন বরাবর ডাকে তেমনি ডাকলে রাজাকে,—

"পশুরাজ, পশুরাজ, ঘরে আছ ?

আমি ডাকি মউপাখী

এনেছি ভাই মৌ-চাকী।

দরজা খুলে চাকটি নাও।"

এবার তার ভরসা ছিল সিংহ হাসিমুখে বেরিয়ে আসবে। টুনটুনি তাকে অভয় দিয়েছে। কিন্তু হায়, জবাব এল অন্য রকমের !

বাদুড় বিকৃত গলায় উত্তর দিলে,—"খবরদার বলছি তুমি এমুখো হ'য়ো না। বার বার তোমার মৌ ফিরিয়ে দিয়েছি, তবু লজ্জা নেই! এবার যদি আস গলাটি দেব টিপে। ভাল মুখে বললাম। বাড়ি ফিরে যাও। অমন বিষ-মেশান মধুতে আমার কাজ নেই।"

"বিষ-মেশান মধু? আমি এনেছি তোমার জন্যে বিষ-মেশান মধু!"—সে কাঁদতে কাঁদতে বললে।

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! আমার কি আর কিছু বুঝতে বাকি আছে? এখন যাও দেখি।"—গাছের আড়াল থেকে আবার জবাব এল।

মউপাখী ভাবলে গর্তের ভিতর থেকেই জবাব এসেছে। সে মুখ ভারি ক'রে মৌচাকটি নিয়ে আবার ফিরল। নিজের উপর তার ভারি রাগ হ'ল। তার চেয়েও বেশি রাগ হ'ল টুনটুনির উপর। সে জেনে শুনেও মিথ্যে কথা ব'লে তাকে পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই।

ফিরে যেতে মাঝপথে টুনটুনির সঙ্গে দেখা। টুনটুনি যাচ্ছিল সিংহের বাড়ির দিকে। সে ভেবেছিল এতক্ষণ দু'বন্ধুতে আবার খুব ভাব হ'য়ে গেছে। তাই দেখবার জন্যে সে বেরিয়েছে। কিন্তু শুকনো মুখে মউপাখীকে ফিরতে দেখে তার মুখটিও শুকনো হ'য়ে গেল। সে ভয়ে ভয়ে মউপাখীকে জিজ্ঞেস করলে,—"কি হ'ল?"

"যা বরাবর হয়। ফিরিয়ে দিয়েছে।"—মউপাখী আস্তে আস্তে ধরা গলায় জবাব দিলে।

টুনটুনির হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল। সে বললে,—"আচ্ছা, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সিংহের?"

"দেখা করার দরকারই হয় নি। সে গর্তের ভিতর থেকেই
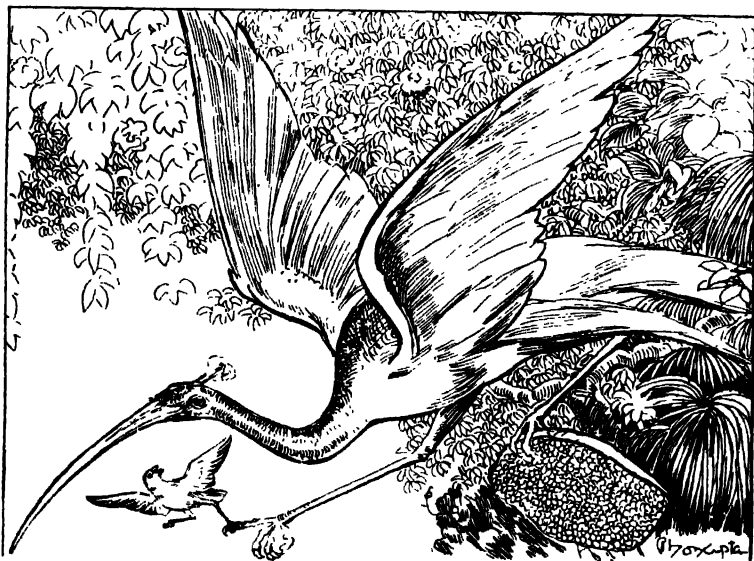
টুনটুনি মউপাখীকে টানতে লাগল

যাই-না-তাই ব'লে তাড়িয়ে দিলে। আমি কি আবার শেষে ঢুকব তার বাসায়?"—মউপাখী উত্তর করলে।

"না, তোমাকে আবার ফিরতে হবে। চল এবার আমি শুদ্ধ সঙ্গে যাব। নিশ্চয়ই এ বাদুড়ের কীর্তি।"—ব'লে টুনটুনি মউপাখীকে টানতে লাগল।

মউপাখী বললে,—"না ভাই, বড়র সঙ্গে ছোটর ভাব কখনও চিরকাল থাকে না। আমার ভুল ভেঙেছে। অপমান ভাগ্যে ছিল তাই পেয়েছি। আর নয়।"

টুনটুনি কিছুতেই তার কথা না শুনে জোর ক'রে তাকে নিয়ে গেল আবার সিংহের বাসায়। এবার আর তারা বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলে না। সোজা ঢুকে পড়ল গর্তের ভিতরে। তাদের পাখার ও পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সিংহের। সিংহ অনেকদিন পরে বন্ধুকে দেখে তাকে যত্ন ক'রে বসতে দিলে বাঘের ছাল; বললে,—"এতদিনে মনে পড়ল ভাই ?"

মউপাখী অবাক্ হ'য়ে গেল তার কথা শুনে। একটু আগে যে ভাঙা কাঁসির মত গলা ক'রে ব'লে দিল,—'খবরদার বলছি এমুখো হ'য়ো না'—সে তা হ'লে সিংহ নয়। একথা ভেবে অনেকটা সান্ত্বনা পেল মউপাখী।

টুনটুনি জবাব দিলে; বললে,—"উনি তো আপনার কথা ভেবে ভেবে আহার নিদ্রা ছেড়েছেন। আপনিই বরং খোঁজ খবর করেন না। কিন্তু সে যাই হোক, আপনি এই মৌচাকটি নিন। উনি নিজে ব'য়ে এনেছেন আপনার জন্যে। বনের পশ্চিমে যে পদ্মদীঘি আছে তারই পাড়ে একটা শিমুল গাছে এই চাকটি হয়েছিল। এই চাকের মধু শুধু পদ্মফুলের।"

টুনটুনির কথা শুনে সিংহ হাত বাড়িয়ে মৌচাকটি নিয়ে

বললে,—"অনেক দিন মৌ খেতে পাই নি ভাই, যা হোক আজ তবু মুখটা ছাড়বে।"

এমন সময় কোথা থেকে বাদুড় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হ'ল সেখানে; বললে,—"সাবধান মহারাজ, যদি প্রাণের মায়া থাকে তো এ মৌ খাবেন না। এতে বিষ আছে।"

সিংহ বিরক্ত হ'য়ে বললে,—"বিষ আছে? ককৃখনো না। মউপাখী আমাকে যে মৌ খেতে দিয়েছে তা'তে বিষ থাকতে পারে না। বিষ আর কোথাও নেই। বিষ আছে তোমার মনে। তুমি এখন যাও দেখি। তোমাকে এখানে কে ডেকেছে?"

বাদুড় বুঝল তার ফন্দি ধরা পড়েছে। সে আর কথাটি না ব'লে আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে পড়ল।

সেদিন সিংহের বাসায় মউপাখী খুব ভোজ খেল। টুনটুনিও অনেক দিন এমন খাওয়া খায় নি। সিংহের উপহার যেদিন থেকে বন্ধ হয়েছে সেদিন থেকেই তাদের ভাল ভাল খাবার খাওয়াও বন্ধ হয়েছে।

তার পরদিন খুব জমকালো রকমের এক সভা বসল। সে সভায় বনের যত পশু-পাখী সবাই এল। সভার মাঝখানে বসলেন পশুর রাজা সিংহ, আর পাখীর রাজা মউপাখী।

সেই সভায় টুনটুনি পাখী বাদুড়ের কাণ্ড উঁচু গলায় জাহির ক'রে দিলে। সভার মাঝখানে আওয়াজ উঠল,—"কিচির মিচির, কিচির মিচির, কিচির মিচির।"

পাখীরা সব সমস্বরে বললে,—"আজ থেকে ওকে আমরা জাতে ঠেললাম। পাখীদের সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই।"

পশুর তরফ থেকে বাঘ সাক্ষ্য দিলে। পশুর রাজা সিংহও বললেন,—"বাদুড় লোকটা ভাল নয়। সাতপুরুষ ধ'রে পশু-পাখী পাশাপাশি এক বনে রাজত্ব ক'রে এসেছি, কখনও তো কোন গোলমাল হয় নি। ওই এসে রাজায় রাজায় ঝগড়া বাধাতে গিয়েছিল। যা হোক ভগবানের ইচ্ছেয় ওর ফিকিরটা যে ধরা প'ড়ে গেছে—সেই যথেষ্ট।"

পশুরা সব সমস্বরে বললে,—"...পশুদের সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই।"

সভার মধ্যে আওয়াজ শোনা গেল—"হালুম-হালুম, হালুম-হালুম, হালুম-হালুম!"

পশুরা সব সমস্বরে বললে,—"ও আজ থেকে আমাদের কেউ নয়। পশুদের সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই।"

... .

এ-যুগের পাখীরা এত খবর জানে না। তারা জানে যে বাদুড় ডিম পাড়ে না। তার গায়ে পালক নেই, তাই পাখীদের দলে তার নেমন্তন্ন হয় না।

আবার পশুরা ভাবে যে বাদুড়ের ডানা আছে। সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। তাই পশুদের দলে তার মান নেই।

আসল কারণটি দুই পক্ষের কেউ জানে না। তোমরা পার তো ব'লে দিও।

—শেষ—